গাংনীতে “অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার”

এক ছেলে পুলিশ সদস্য, অপর ছেলে কুয়েত প্রবাসী। বৃদ্ধ পিতার যায়গা হয়নি কোনো ছেলের কাছে। সংসার চালানোর জন্য টাকা পয়সাও দেইনা কেউ। তাই স্থানীয় সাপ্তাহিক হাটবাজারে লেবু ও আমড়া বিক্রি করেই নিজের পেট চালাতেন বৃদ্ধ আবু বক্কর (৭০)। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। সেও চলে গেছে তাঁকে ছেড়ে। ছোট্ট কুঁড়েই ঘরেই ছিলো তাঁর বাস। তিনদিন আগেও প্রতিবেশীরা তাঁকে ছাগলের জন্য কাঁঠাল পাতা কাটতে দেখেছেন। তারপর তিনদিন কেউ তাঁর খোঁজ পাননি।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) বিকালের দিকে ঘর থেকে দূর্গন্ধ বের হয়। প্রতিবেশীরা তাঁর ঘরে গিয়েই দেখতে পান অর্ধগলিত মরদেহ পড়ে আছে আবু বক্করের।

আবু বক্কর গাংনী উপজেলার হোগলবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মৃতু চাঁদ আলীর ছেলে।

গাংনী থানার কুমারিডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই সোয়েবুর রহমান জানান, স্থানীয়দের দেয়া খবরের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি জানান, আবু বক্করের প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীও ফেলে রেখে চলে গেছে। বড় ছেলে রতন কুয়েত প্রবাসী। ছোট ছেলে জিয়া বাংলাদেশ পুলিশে চাকুরী করেন। সে সুবাদে নড়াইল জেলাতে থাকেন তিনি। বৃদ্ধ আবু বক্কর ব্যবসা করে নিজেই রান্না করে খাওয়া দাওয়া করতেন। একাই থাকতেন ছোট্ট কুড়ে ঘরটিতে।

স্থানীয় প্রতিবেশী কবির হোসেনসহ বেশ কয়েকজন জানান, কোনো ছেলেই তার বাবাকে খেতে দিতো না। ছেলেরা অন্য যায়গায় বাড়ি করেছে। তাদের স্ত্রী সেখানেই থাকেন। আবু বক্কর একাই রান্না করে খাওয়া দাওয়া করতেন। অসুখ বিসুখেও কেউ দেখতেন না। ধারণা করা হচ্ছে স্ট্রোক করে বা অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন তিনি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, ধারনা

করা হচ্ছে অসুস্থ হয়েই সে মারা গেছে। তবে, তার ছেলে বা আত্মীয় স্বজন আসার পর বোঝা যাবে। মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

গাংনীতে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে গাংনীতে বিরাট গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) বিকালে গাংনী বাসস্ট্যান্ড শহীদ আবু সাঈদ চত্ত্বরে বেলুন ফেস্টুন ও কবুতর উড়িয়ে দলের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

পরে আয়োজিত গণ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রেজাউল হক।

গণ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সুর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, জেলা বিএনপির ১ নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন কালু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক ছাত্র নেতা আব্দুল হক, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পুলিশ ও

আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের গুলি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরে জাতীয় শিশু কিশোর ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুরে জাতীয় শিশু কিশোর ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) বেলা ১২ সময় জেলা মডেল মসজিদে মেহেরপুর ইসলামী ফাউন্ডেশন ও ইসলামিক সাংস্কৃতি কেন্দ্রে জাতীয় শিশু কিশোর ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবির হোসেন, ইসলামী ফাউন্ডেশনের মেহেরপুর ফিল্ড অফিসার ওবাইদুর রহমান, ফিল্ড সুপারভাইজার (মুজিবনগর) তাওহিদুল, ফিল্ড সুপারভাইজার (মেহেরপুর সদর) আমানুল্লাহ, শিবপুর হাই স্কুলের শিক্ষক তৌহিদুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেইনার আব্দুল হামিদ প্রমুখ।

পরে ১৭ বিভাগে ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকারী মোট ৫১ জনের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে যৌথবাহিনী অভিযানে গাঁজাসহ আটক ৪

মেহেরপুরে সেনাবাহিনী, বিজিব ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদফতরের পৃথক দুটি যৌথ অভিযানে ২২ কেজি গাঁজাসহ ৪ জন মাদক কারবারিকে আটক করেছেন অভিযানিক দল।

এ সময় আটককৃতদের কাছ থেকে মাদক কেনাববেচার ২ লাখ ৫৬ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) সকালে তাদের পৃথক স্থান থেকে আটক করে। আটককৃত হলো- কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার ভাগজাতপুর গ্রামের ইসমাইল মন্ডলের স্ত্রী তিলোক জান (৪৫), একই উপজেলার মুন্সিগঞ্জ অক্টোর নগর গ্রামের আসমত ব্যাপারীর স্ত্রী কোহিনুর খাতুন(৫০), মেহেরপুরে গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের নবীনপুরের মৃত ইউনুস আলীর ছেলে ইন্তাজুল হোসেন ওরফে ইন্তা(৪৮) ও একই গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে জয়নাল আবেদীন(৪৬)।

মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাসেম জানান, মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৭ আর্টিলারি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন রওশনের নেতৃত্বে মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের জোড়পুকুরিয়া নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে ৮ কেজি গাঁজা, তিনটি মোবাইল ফোন ও নগদ ৭ হাজার টাকা, মাদক পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত ব্যাটারী চালিত পাখি ভ্যানসহ তিলোক জান, কোহিনূর খাতুন ও ইন্তাজুল কে আটক করে। পরে সাহারবাটি ডিসি ইকো পার্কের গুচ্ছগ্রামের জয়নাল আবেদীনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১৪ কেজি গাঁজা, ১৭ বোতল ফেনসিডিল ও মাদক বিক্রয়ের নগদ ২ লাখ ৫৬ হাজার টাকা উদ্ধার করে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা পূর্বক গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল বলেন, যৌথবাহিনীর অভিযানে আটককৃতদের থানায় হস্তান্তর করেছেন। আইনি প্রক্রিয়ায় মাদকচক্রদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

[redacted]

[redacted]

অর্থ্যৎ পাসের হার ৬৭%। আর জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ৪৯জন। এইচএসসি এর সমমান কারিগরী/বিএম শাখায় পাসের হার ৭১.৯% এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ১২ জন। তাহলে দেখা যাচ্ছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ বা গবেষক হওয়ার নিমিত্ত ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে এইচএসসি বিজ্ঞান ও কারিগরী শাখা থেকে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত মোট ৬১ জন এবং জিপিএ ৪ এর উপরে মুষ্টিমেয় আরও কয়েকজন। প্রচন্ড প্রতিযোগিতায় খুব অল্পসংখ্যকই যে টিকবে তা বলাই বাহুল্য। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা।

মেহেরপুর জেলায় বিজ্ঞান শিক্ষার হার নিয়ে আমি চিন্তিত। একসময় ১৪ বছর জেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটির আমি সেক্রেটারি ছিলাম। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে যা দেখেছি তা হচ্ছে-এক. শিক্ষার্থীদের অনীহা বা ভীতি; দুই. শিক্ষাদান প্রক্রিয়া; তিন. বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ ও উপযোগী অবকাঠামোর অভাব; চার. উপযুক্ত যোগ্য শিক্ষকের অভাব; পাঁচ. সামাজিক সচেতনতার অভাব, ছয়. বিজ্ঞান শিক্ষাকে ব্যয়বহুল মনে করা, ইত্যাদি কারণে বিজ্ঞান শিক্ষার হার কমছে।

বিজ্ঞান মেলা আগে স্কুল-কলেজগুলোতে যেভাবে সাড়া ফেলতো এখন কিন্তু সেভাবে দেশের সর্বত্র হচ্ছে না। বছরে একবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন করা হয় বটে তবে তা পুরোটাই আমলানির্ভর-অনুষ্ঠানসর্বস্ব। সে আয়োজনে অব্যবস্থাপনা, সৃষ্টিশীলতার অভাব এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে বা ছোট ছোট প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিচ্ছিন্নভাবে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড বা অন্যান্য কাজ হচ্ছে কিন্তু দেশব্যাপী সরকারি পর্যায়ে বিজ্ঞান বিষয়কে সহজ, আনন্দময়, ব্যবহারিক চর্চা ও আকর্ষণীয় করার কোনো কর্মসূচি নেই । ফলে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে তরুণ প্রজন্ম।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য থেকে জানা যায় যে, দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ২৯ শতাংশে বিজ্ঞানাগার স্থাপন করা হয়নি। অর্থাৎ প্রায় এক তৃতীয়াংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার নেই। যেগুলোতে বিজ্ঞানাগার আছে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও আছে কিন্তু কেউ ব্যবহার করছে না। অনেক প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করতে করতে একেবারে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। প্র্যকটিক্যাল ক্লাস ছাড়াই যদি জিপিএ-৫ হয়ে যায় তাহলে শিক্ষার্থীরা ল্যাবরেটরিতে যাবে কেন?

একটি অঞ্চলে মেধার বিকাশ না হলে এর পরিণতি ভয়াবহ হয়। আমরা

সেদিকেই ধাবিত হচ্ছি। একসময় হয়ত আমাদের ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা সৃষ্টি হবে না। অন্য জেলা বা অঞ্চলের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হবে। তার ফল ভাল হবে না। সরকারি স্কুল-কলেজগুলোতে আমি দেখেছি বহিরাগত শিক্ষকেরা শুধুই চাকরী করেন, স্থানীয়রা চাকুরীর পাশাপাশি কিছুটা হলেও শিক্ষকতা করেন। স্কুল-কলেজে স্থানীয় শিক্ষকের সংখ্যা দিন দিন কমছে। স্বাস্থ্য বিভাগের বহিরাগত ডাক্তাররা চাকুরী করেন-পকেট স্ফীত করেন। কিন্তু আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা চাকুরীর পাশাপাশি চিকিৎসাসেবা দিয়ে মানুষকে সহায়তাও করেন। স্থানীয় হওয়ার কারণে তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত মানুষ থাকায় মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে মানুষকে নানাভাবে সেবা, সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকেন। তবে তাদের সংখ্যাও দিনে দিনে কমে আসছে। এমনটি সিভিল সার্ভিসের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১০/১৫ বছর আগেও দেখেছি প্রতি বছরই ২০/২৫ জন শিক্ষার্থীকে চিকিৎসা, প্রকৌশল বা বিজ্ঞান গবেষণা বা উচ্চ শিক্ষার কোন বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পেতে। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে শংকিত না হয়ে পারছি না।

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিষয়ে অতি সামান্য ধারণা লাভ করে। তাদের মধ্যে বিজ্ঞানমনষ্কতা তৈরি হয় মূলত মাধ্যমিক স্তরে গিয়ে। কিন্তু এ স্তরে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের প্রতি অনাগ্রহ আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব ও পর্যাপ্ত ভৌতকাঠামো না থাকা একটি বড় কারণ। এশিয়া মহাদেশে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশ জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও চীনে বিজ্ঞানকে গুরুত্বসহকারে শেখানো হয়।

পৃথিবীর অনেক দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে পাঠিয়ে আনন্দের সাথে বিজ্ঞান পড়ানোর কৌশল অবলম্বন করা হয় যা আমাদের দেশে বেশি বেশি প্রয়োজন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একদিকে দেশপ্রেমের চর্চা হবে, অন্যদিকে অর্থ উপার্জন এবং সর্বোপরী শিক্ষা জীবনেই দেশের সমস্যা দূর করা ও দেশগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত করার সুযোগ পাবে। অবহেলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠবে।

বিশ্বে চাকরির বাজার আগের চেয়ে অনেক দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং

এখনকার অনেক চাকরির অস্তিত্ত্ব শিগগিরই অদৃশ্য হয়ে যাবে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গবেষকরা বলছেন, আগামী পাঁচ বছরে বর্তমান চাকরির বাজার প্রায় এক-চতুর্থাংশ বদলে যাবে। এই পরিবর্তনের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হল নতুন প্রযুক্তির উত্থান বা অটোমেশন ।

বর্তমানে প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন ও দ্রুত পরিবর্তনের সক্ষমতা বোঝাতে গিয়ে নিম্নোক্ত কথাটি স্মরণ করা যেতে পারে। “পাঁচ কোটি লোকের কাছে রেডিওর পৌঁছাতে সময় লেগেছে ৩৮ বছর, টেলিভিশনের ১৩ বছর। অথচ ইন্টারনেটের লেগেছে ৪ বছর। আইপডের জন্য সময়টা মাত্র ৩ বছর আর ফেসবুকের? মাত্র ২৪ মাস”। এরপর ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউটিউব ভিডিও প্ল্যাটফরম (YouTube) এর সময় লেগেছে ১৮ মাস এবং ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে এসেছে এ আই চ্যাটজিপিটি (ChatGPT) , যার ৫ কোটি লোকের কাছে পৌঁছাতে সময় লেগেছে মাত্র ১২ মাস। ‘কোডাক’ ক্যামেরা, মার্ফি রেডিও, এইচ এম টি ঘড়ি, এ্যাম্বাসেডর গাড়ি, প্রভৃতির কথা মনে আছে নিশ্চয়ই। একসময় দাপটের সাথেই এরা রাজত্ব করেছে। গুনে-মানে ভাল হলেও বছর বিশেকের মধ্যে দেউলিয়া হয়ে গেছে। কারণ প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ এখন এক স্মার্ট ফোন দিয়েই দশ ডিভাইসের কাজ সারছে।

কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞান হল এমন এক প্রধান দক্ষতা যা নতুন চাকরির প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিঁকে থাকার জন্য অবশ্যই অর্জন করতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে প্রত্যেকেরই প্রোগ্রামিং ভাষা জানতে হবে বা মেশিন লার্নিং এর আদ্যোপান্ত সব বুঝতে হবে। বিবিসি বলছে-ভবিষ্যতে ‘স্টেম’ হবে চাকরির বাজারে প্রধান চাহিদা । ইংরেজি বর্ণমালার চারটি অক্ষর এস, টি, ই, এম – অর্থাৎ ‘স্টেম’ (STEM) এর পূর্ণ অর্থ হল সায়েন্স বা বিজ্ঞান, টেকনোলজি বা প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রকৌশল এবং ম্যাথম্যাটিকস বা গণিত। সুতরাং আপনি যদি ভাবেন আপনার সন্তানের স্কুলে কোন বিষয়গুলোয় ফোকাস করা উচিত, তাহলে এর উত্তর হবে: গণিত, কম্পিউটার সায়েন্স, এবং ন্যাচারাল সায়েন্সেস।

আমার মনে হয় আমাদের চলমান শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা এমন সব গ্র্যাজুয়েট তৈরি করছি, ২০৩০ সালে সমাজে যাদের কোনো চাহিদাই থাকবে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে মোকাবিলা করতে হলে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার খোলনলচে পাল্টে ফেলতে হবে; সৃজনশীলতা এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে হবে; শিক্ষাকে করতে হবে অ্যাকটিভিটিনির্ভর এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর জোর

দিতে হবে।

বিগ ডেটা, ক্লাউড কম্পিউটিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো নতুন নতুন প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি শ্রমবাজারে আমূল পরিবর্তন আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভাল খবর হল, নতুন প্রযুক্তি সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করবে। এতে একদিকে যেমন অনেক কর্মসংস্থানের খাত তৈরি হবে তেমন অনেক কর্মসংস্থান ধ্বংসও হয়ে যাবে। সুতরাং একটি ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে সফল হতে প্রতিনিয়ত নতুন দক্ষতা শিখে সক্ষমতা বাড়ানোর কোনও বিকল্প নেই।

বিজ্ঞান শিক্ষাকে আকর্ষনীয়, সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। কারণ বিশ্বায়ন ও বিজ্ঞানের এই যুগে বিজ্ঞান শিক্ষাকে আমরা কোনভাবেই অবহেলা করতে পারি না। বিজ্ঞান শিক্ষাকে অবহেলা করা মানে বিশ্বায়নের গতি থেকে ছিটকে পড়া। কাজেই ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট এবং এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক নেতৃত্ব-সকলের বিষয়টি গুরত্বসহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ।

৫২ টি মোটরসাইকেল চালককে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে সেনাবাহিনী ও ট্রাফিক পুলিশের যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে দিকে মহিলা কলেজ মোড় সড়কে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে অর্ধশতাধিক মামলার মধ্যে ২ টি লাইসেন্সবিহীন মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে এবং ১২টি মোটরসাইকেলের চালককে ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের পরিদর্শক মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন যানবাহনে

কাগজপত্র তল্লাশি করে। অভিযানে প্রায় ১২টি গাড়ির মালিককে ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে মেহেরপুরে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ট্রাফিক অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৭ আর্টিলারি রেজিমেন্টের ওয়ারেন্ট অফিসার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনীর টিম ও ট্রাফিক পুলিশের টিম উপস্থিত ছিলেন। পরে মেহেরপুর সদর থানার ওসি আমানুল্লাহ আল বারীর নেতৃতে পুলিশের একটি টিম হেলমেট বিহীন যারা রাস্তায় মোটরসাইকেল নিয়ে বের হয়েছিল তাদেরকে সতর্ক করেন এবং সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে হেলমেট পরিধান করে ও বৈধ কাগজপত্র সাথে রেখে মোটরসাইকেল চালানোর জন্য আহ্বান জানান।

এছাড়াও বিকেল ৫টার সময় কলেজ মোড়ে ৪০ টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে ড্রাইভিং লাইসেন্স হেলমেট ও রেজিস্ট্রেশন বিহীন চালকদের ৫৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সর্বমোট এক লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে মেহেরপুর জেলার প্রথম স্থান অর্জন

সারা দেশে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন মনিটরিং সেল কার্যক্রমে অক্টোবর মাসে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে সারা দেশের মধ্যে মেহেরপুর জেলা প্রথম স্থান অর্জন করায় জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজকে অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ নভেম্বর) সকালে ১০ টার সময় স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা শেষে জেলা প্রশাসককে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সিফাত

মেহনাজ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রনি আলম নুর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোঃ তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ,সরকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবির হোসেন, মেহেরপুর জেলা ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি মোঃ জহিরুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ আসিফ ইকবাল সজীব, মোঃ সানোয়ার হোসেন প্রমুখ।

এ সময় অন্যদের মধ্যে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নাদিম হোসেন শামীম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ আজিম উদ্দিনসহ ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সব ভোট গণনা শেষের আগেই প্রাথমিক ফলাফল বিশ্লেষণে এ তথ্য জানিয়েছে ফক্স নিউজ। তাদের হিসাব-নিকাশ মতে, আর কোনোভাবেই কমলা হ্যারিসের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

সর্বশেষ খবরে সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ট্রাম্পের প্রাপ্ত ইলেকটোরাল কলেজ ভোটের সংখ্যা ২৭৭। অপরদিকে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী কমলা হ্যারিস পেয়েছেন ২২৬টি ভোট। দেশটিতে মোট ৫০টি অঙ্গরাজ্যে ৫৩৮টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট রয়েছে। জিততে হলে ২৭০টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেতে হবে। তা ইতিমধ্যে ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন এবং আরও কিছু রাজ্যের ইলেকটোরাল কলেজ ভোট তার দখলে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ট্রাম্পের জয়ের খবরে বিভিন্ন রাজ্যে উৎসবে মেতেছেন তার সমর্থকরা। ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারের প্রধান কার্যালয় থেকে বিবিসি জানিয়েছে, ফক্স নিউজ যখন প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের অনুমান ঘোষণা করছিল তখন হলরুমে উপস্থিত সমর্থকরা উল্লাসে

ফেটে পড়েন। তাদের কান ফাটানো জয়ধ্বনিতে এক অন্যরকম পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ সময় অনেক সমর্থক আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ট্রাম্পের নামে স্লোগান দিতে থাকেন।

অপরদিকে কমলা এখনও হাল ছাড়ছেন না। তার প্রচারশিবিরের সহসভাপতি সেড্রিক রিচমন্ড বলেন, ‘আমাদের এখনও ভোট গণনা করা বাকি আছে। আমাদের এমন রাজ্য রয়েছে যেগুলোর ফল এখনও নিশ্চিত নয়। আমরা রাতেও লড়াই চালিয়ে যাব। যাতে প্রতিটি ভোট গণনা হয়। প্রতিটি কণ্ঠস্বর যাতে নিশ্চিত করা হয়। সুতরাং আপনি (সমর্থক) আজ রাতে ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ভাষণ শুনতে পাবেন না। তবে আগামীকাল তিনি ভাষণ দেবেন।’

এদিকে নির্বাচনে উৎসবমুখর পরিবেশ বজায় রাখতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। কিছু রাজ্যে মোতায়েন করা হয়েছে স্নাইপার ইউনিট। রয়েছে কয়েক স্তরের গোয়েন্দা সতর্কতা। ভোট শেষেও বেশ কয়েক দিন এ ধরনের নজরদারি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

সূত্র: কালবেলা

গাংনীতে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

পৌনে ৩ কেজি গাঁজাসহ তৌফিক মোল্লা (৩৭) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) মেহেরপুর ক্যাম্প।

আজ মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

মাদক ব্যবসায়ী তৌফিক হোসেন গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি খাঁসমহল গ্রামের মৃত আবুল কালামের ছেলে।

র্যাব-১২ এর ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প

কমান্ডার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফউল্লাহ (পিপিএম) এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্তবর্তি তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে ২ কেজি ৭ শ গ্রাম হাঁজাসহ আটক করা হয়। মাদক ব্যবসায়ী তৌফিক গাঁজার বিক্রির জন্য সেখানে অবস্থান করছিলেন। আটককৃতকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।